



নগাঁওয়ের সাংসদ তথা কংগ্রেস নেতা প্রদ্যুৎ বরদলৈ শেষমেশ মুখ্যমন্ত্রী ড॰ হিমন্তবিশ্ব শর্মার ভবিষ্যদ্বাণী স্বরূপ সদ্য নয়াদিল্লিতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্য বিজেপির সভাপতি দিলীপ শইকিয়ার উপস্থিতিতে কংগ্রেস দল ত্যাগ করে বিজেপি যোগদান করলেন। তাঁকে গেরুয়া বসন

পরিয়ে স্বাগত জানান বিজেপির রাজ্য সভাপতি, পাশে মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, প্রকৃত অর্থাৎ স্বাভিম্যানি সনাতনিরা বিজেপিতেই ভরসা রাখেন এবং আসবেন আরও।

RNI REGD. NO. ASSBEN/2015/64350, Postal Regn. No.-SC-69/2025-2027

‘শুভেচ্ছা’ মানবতার ই উৎস মুখ

শুভেচ্ছা

VOLUME- 11, ISSUE : 33 "Shubheccha" (Bengali-Weekly), Silchar, Monday 23 March, 2026 • শিলচর ৮ চৈত্র ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, সোমবার মূল্য - ৫.০০ টাকা মাত্র, ৬ পাতা

শান্তির পথ খুঁজতে তৎপরতা বাড়াল ভারত

নতুনদিল্লি : মধ্যপ্রাচ্যে শান্তির পথ খুঁজতে কূটনৈতিক তৎপরতা বাড়াল ভারত। সংযুক্ত আরব আমিরশাহির প্রেসিডেন্ট শেখ মহম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ানের সঙ্গে আলোচনার ক’ঘণ্টার মধ্যেই বুধবার কুয়েতের যুবরাজ শেখ সাবাহ আল-খালেদ আল-হামাদ আল-মুবারক আল-সাবাহ-এর সঙ্গে ফোনে কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আলোচনার কেন্দ্রে ছিল পশ্চিম এশিয়ার নিরাপত্তা পরিস্থিতি এবং



আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা কয়েমের প্রশ্ন। এদিন তাঁর এক্স হ্যান্ডলে এক পোস্টে প্রধানমন্ত্রী নিজে জানান, আসন্ন ঈদ উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি দুই নেতা সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে মতবিনিময় করেছেন। তাঁর কথায়, পশ্চিম এশিয়ার পরিবর্তিত পরিস্থিতি নিয়ে আমরা আলোচনা

করেছি এবং সাম্প্রতিক ঘটনাবলি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছি। এই কথোপকথনের মধ্যেই ভারত স্পষ্ট করে দিয়েছে, কুয়েতের সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডতার উপর হামলার তীব্র নিন্দা করছে তারা। কারণ, চলতি সংঘাতের জেরে কুয়েতেও প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। ইরান একাধিক মিসাইল ও ড্রোন হামলা চালিয়েছে উপসাগরীয় অঞ্চলের সামরিক ঘাঁটি ও গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো লক্ষ্য করে। পরিস্থিতি এতটাই উদ্বেগজনক যে, কুয়েতের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম সক্রিয় রাখতে হয়েছে বারবার। সামরিক ও লজিস্টিকস-সংক্রান্ত এলাকাগুলিতেও প্রভাব পড়ছে এই হামলার। সূত্রের খবর, কুয়েতের

তিনের পাতায়—

সামাজিক ভারসাম্যে

জোর বিজেপি দলের

গুয়াহাটি : ৮৮টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করে গেরুয়া শিবির কার্যত স্পষ্ট করে দিল, এ বারের লড়াই কেবল আসন দখলের নয়, বরং কৌশলগত পরিকল্পনা, নেতৃত্বের পুনর্গঠন এবং সামাজিক সমীকরণকে কেন্দ্র করেই এগোবে নির্বাচনী যুদ্ধ। তালিকা প্রকাশের পর থেকেই রাজ্যের রাজনৈতিক অন্দরে নতুন করে শুরু হয়েছে হিসেব-নিকেশ, পাশাপাশি জোরদার



হয়েছে প্রচারযুদ্ধের প্রস্তুতি। গুয়াহাটির বশিষ্ঠর বাজপেয়ী ভবনে সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা জানান, প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে দল একটি সুসংহত এবং সুপরিকল্পিত নীতি অনুসরণ করেছে। তাঁর বক্তব্যে বার বার উঠে আসে ‘সামাজিক ভারসাম্য’ এবং ‘ভবিষ্যতের নেতৃত্ব’ গড়ে তোলার প্রসঙ্গ। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, যুব, মহিলা, তফশিলি

তিনের পাতায়—

বারুণী মেলা স্থানীয় অর্থনীতির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে



শিলচর : মধুকৃষ্ণ ত্রয়োদশী উপলক্ষে বারুণী মেলা শুরু হয়েছে আজ। পুণ্যস্নান উপলক্ষে নদীর উভয় তীর অর্থাৎ কাটিগড়ার ঐতিহ্যবাহী বারুণী ময়দান ও অপর তীরের কপিলাশ্রম শিববাড়িতে মানুষের সমাগম ঘটে। আজ ভোরের দিকে বৃষ্টি হয়। এরপর আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় রেকর্ড সংখ্যক পুণ্যার্থীর সমাগম ঘটে। পাশাপাশি শুরু হয় বারুণী মেলা। চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী ফিটা কেটে বারুণী মেলার সদরগেট উদ্বোধন করেন রাজ্যসভার সাংসদ কণাদ পুরকায়স্থ। বরাক উপত্যকার ঐতিহ্যবাহী বারুণীমেলার উদ্বোধন করে সাংসদ কণাদ পুরকায়স্থ বলেন, ‘মেলা মানেই মিলন। মেলা হল জাতি ধর্ম বর্ণ এবং দলমত নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষের মিলন ক্ষেত্র। ব্যস্ততম জীবনে যেখানে আপনজন, পরিচিতদের সঙ্গে আনন্দ ভাগাভাগি, ভাব বিনিময় এবং লোকসংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের পুনর্মিলন ঘটে। মেলা আমাদের মনে করিয়ে দেয় ধর্ম এবং সংস্কৃতি। সমাজকে ঐক্যবদ্ধ

তিনের পাতায়—

শিলচরে আসনের কংগ্রেস প্রার্থী অভিজিৎ পাল

শিলচর : শিলচর আসনে কংগ্রেস প্রার্থী অভিজিৎ পালের হয়ে ইতিমধ্যে দলের পক্ষ থেকে এবং তিনি নিজে প্রচারে নেমে পড়েছেন। অন্যদিকে বরখলা বিধানসভা আসনে কংগ্রেস প্রার্থী ডাঃ অমিত কালোয়ার দলীয় টিকিট প্রাপ্তির পর প্রচারে নেমে পড়েছেন তাঁর রূপরেখা গত রবিবার শালচাপরা এলাকা থেকে শুরু করে সমষ্টির বিভিন্ন দিকে লক্ষ্য করা যায়। এই আসনে ভোটারদের অভিমত থেকে জানা যায় দুজনকে অর্থাৎ বিজেপির প্রার্থী কিশোর নাথকে কঠিন লড়াইর মধ্যে থাকতে হবে। তাছাড়া হাইলাকান্দি আসনের কংগ্রেস প্রার্থীদের প্রস্তুতি স্বরূপ রবিবার ঈদের আবহে সড়কজুড়ে উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা যায়। অন্যদিকে সোনাই বিধানসভা সমষ্টিতেও লড়াই যথেষ্ট হবে বলে প্রার্থীদের সঙ্গে থাকা সমর্থকদের পক্ষ থেকে সূত্র মতে জানা যায়।

মুখ্যমন্ত্রী ড॰ হিমন্তবিশ্ব শর্মার রবিবারের বরাক ও বরাইল সফর

শিলচর : আজ বিজেপির মনোনীত শিলচর আসনের প্রার্থী ডাঃ রাজদীপ রায়ের মনোনয়ন পত্র জমা দেবেন। এদিকে এই কার্যক্রমে शामिल থাকবেন বিজেপির রাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকিয়া। তাছাড়া বিজেপির টিকিট প্রাপ্তিকে কেন্দ্র করে বশিষ্ঠ হওয়াদের মধ্যে উদারবন্দ আসনের মিহির কান্তি সোম, শিলচরের দিপায়ন চক্রবর্তী, ধলাইর নীহার রঞ্জন দাসদের সঙ্গে তাঁদের অভিমানকে প্রশমিত করতে ঝটিকা সফরে মুখ্যমন্ত্রী আসেন রবিবার শিলচরে এবং ঐদিনই রাত্রি ৮ টার

নাগাদ ছুটে যান গুয়াহাটির উদ্দেশ্যে। একইদিনে তিনি বরাইল পাহাড়ের সদর দফতর হাফলঙে দলীয় পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে নন্দিতা গার্লোসা এবং দলীয় কর্মকর্তাদের বিষয়ে বৈঠক করেন আর ঐ রাতেই নন্দিতা গার্লোসা কংগ্রেস দলে যোগদান করেন।

তবে আগামীদিনে দলের বিক্ষুব্ধদের আশার প্রতি অপেক্ষায় থাকার জন্য জানান। মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেছেন দলের সবদিক সঠিক পথে এগোচ্ছে এবং সরকার বিজেপি জোট দ্বারাই হবে।

লক্ষীপুর কংগ্রেসে ধস, বিজেপিতে যোগদান

লক্ষীপুর : রাজনীতি বেশ জমজমাট অবস্থান নিয়ে চলেছে। প্রত্যেক দলেরই প্রত্যাশিত প্রার্থীদের প্রার্থীত্ব হারানোর ফলে যথেষ্ট হিমশিম খাওয়ার মত পরিবেশ লক্ষ্য করা যায়। এই ক্ষেত্রটি বিশেষ করে বিজেপি এবং কংগ্রেস দলের মধ্যে ২৬’র বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে ঘটতে দেখা যায় আর এই আবহে গত রবিবার লক্ষীপুরে শতাধিক কংগ্রেস সমর্থকরা বিজেপি দলের যোগদান করলেন এবং গেরুয়া বসন পরলেন। স্বাগত জানাতে ছিলেন লক্ষীপুর বাজপেয়ী ভবনে মন্ত্রী কৌশিক রাই। অন্যদিকে উদারবন্দ আসনে বিজেপি প্রার্থীর দাবিদার সুরেন্দ্র প্রসাদ সিং রবিবার জেলা বিজেপির সভাপতি রূপম সাহার নিকট তাঁর লিখিত দীর্ঘ ৩৫ বছরের দলের কাজের দিক তুলে ধরার ইতিহাসকে সামনে রেখে দল ছাড়লেন।

যুদ্ধের আশঙ্কা

মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের আবহে মার্কিন গোয়েন্দা রিপোর্টে উঠে এল ভারত এবং পাকিস্তানের প্রসঙ্গ। দু'দেশের মধ্যে কেউই এখন আর প্রকাশ্যে সংঘর্ষে জড়াতে চাইছে না। তবে 'পারমাণবিক সংঘাত'-এর আশঙ্কা এখনও রয়েছে। এমনটাই দাবি করা হয়েছে মার্কিন গোয়েন্দা রিপোর্টে। আমেরিকার 'ডিরেক্টর অব ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স'-এর দফতর থেকে প্রকাশিত এই রিপোর্টটি বুধবার পেশ করা হয়েছে মার্কিন সেনেটে। গত বছরের পহেলাগাঁও জঙ্গি হামলার পর ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অপারেশন সিন্দুর অভিযানের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে রিপোর্টে। সেখানে বলা হয়েছে, ওই সংঘর্ষের পর ভারত বা পাকিস্তান কেউই প্রকাশ্যে সংঘাতের পথে যেতে চায় না। তবে জঙ্গিগোষ্ঠীগুলি এমন কিছু কাণ্ড ঘটিয়ে দিতে পারে, যা দু'দেশের মধ্যে সম্ভাব্য সংঘাতে অনুঘটকের মতো কাজ করবে। আমেরিকার ওই ৩৪ পাতার গোয়েন্দা রিপোর্টে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের পরিস্থিতির উল্লেখ রয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার নিরাপত্তা পরিস্থিতি বর্ণনা দেওয়ার সময়ে ভারত এবং পাকিস্তানের কথা বলা হয়েছে। রিপোর্টে বলা হচ্ছে, দুই পরমাণু শক্তিধর দেশে অতীতেও সংঘর্ষে জড়িয়েছিল। ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে এখন যা সম্পর্ক, তাতে পারমাণবিক সংঘাতের ঝুঁকি রয়েছে। গত বছর ভারতের জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলাগাঁওয়ের কাছে জঙ্গি হামলা স্পষ্ট করে দিয়েছে, কী ভাবে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ দু'দেশের মধ্যে সংঘর্ষ বাধিয়ে দিতে পারে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের হস্তক্ষেপে ওই পারমাণবিক উত্তেজনা ঠেকানো গিয়েছে। এখন আমরা দেখছি, দুই দেশের কেউই আর প্রকাশ্যে সংঘাতে জড়াতে চায় না। তবে ঝুঁকি এখনও রয়েছে। জঙ্গিগোষ্ঠীগুলির কোনও কাজ দুঃখদেশের সংঘাতে অনুঘটকের মতো কাজ করতে পারে। মার্কিন গোয়েন্দা রিপোর্টে আফগানিস্তান এবং সে দেশের তালিবান সরকারের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। রিপোর্টে বলা হচ্ছে, জঙ্গিগোষ্ঠী আইএস-খোরাসান দক্ষিণ এশিয়ায় এখনও সক্রিয় রয়েছে। তবে তালিবান নিজেদের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে উন্নত করেছে। আইএস-খোরাসানের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করছে তালিবান, সে কথাও উল্লেখ রয়েছে। সঙ্গে এ-ও বলা হয়েছে, তালিবানের ব্যাপক অভিযানের ফলে এই জঙ্গিগোষ্ঠীর বেশ কয়েক জন নেতা অন্য প্রতিবেশী দেশগুলিতে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন। অন্য দিকে পাকিস্তান কিছু অত্যাধুনিক ক্ষেপণাস্ত্র প্রযুক্তি নিয়ে কাজ চালাচ্ছে বলে দাবি করা হচ্ছে রিপোর্টে। সেখানে বলা হচ্ছে, ইসলামাবাদ এমন ক্ষেপণাস্ত্র বানানোর চেষ্টা করছে যা তাদের দক্ষিণ এশিয়ার বাইরেও কোনও নিশানায় আঘাত হানতে সাহায্য করবে। এই ধারা চলতে থাকলে তা আমেরিকার জন্যও ঝুঁকির কারণ হয়ে উঠবে বলে জানানো হয়েছে রিপোর্টে। মার্কিন গোয়েন্দা রিপোর্টটিতে পাকিস্তান এবং আফগানিস্তানের মধ্যে সাম্প্রতিক সংঘর্ষের কথাও উল্লেখ রয়েছে।

২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের মনোনয়নপত্র দাখিলের জন্য নির্ধারিত স্থান ঘোষণা করল কাছাড় জেলা প্রশাসন

শিলচর : আসম্ অসম বিধানসভা নির্বাচন ২০২৬ উপলক্ষে স্বচ্ছ, সুশৃঙ্খল ও নির্বিঘ্ন নির্বাচনী প্রক্রিয়া নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাছাড় জেলা প্রশাসন জেলার অধীনস্থ সাতটি বিধানসভা সমষ্টির জন্য মনোনয়নপত্র গ্রহণ ও যাচাইয়ের নির্ধারিত স্থান আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেছে।

কাছাড়ের জেলা নির্বাচন আধিকারিকের কার্যালয় থেকে জারি করা এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে যে, লক্ষীপুর, উদারবন্দ, কাটিগড়া, বড়খলা, শিলচর, সোনাই এবং ধলাই (এসসি) বিধানসভা সমষ্টির মনোনয়ন প্রক্রিয়া শিলচরস্থিত জেলা আয়ুক্তের কার্যালয় প্রাপ্তি অবস্থিত সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারদের চেম্বারেই সম্পন্ন হবে। ১১৪লক্ষীপুর বিধানসভা সমষ্টির ক্ষেত্রে রিটার্নিং অফিসার ধ্রুবজ্যোতি পাঠক, এসি এস সম জেলা আয়ুক্ত লক্ষীপুর সম জেলা আয়ুক্তের কার্যালয়ের মূল ভবনের প্রথম তলার কক্ষ নং ১১৪-এ মনোনয়নপত্র গ্রহণ করবেন। ১১৫ উদারবন্দ বিধানসভা সমষ্টির মনোনয়নপত্র রিটার্নিং অফিসার মনোজ্যোতি কুটুম, এসিএসহু অতিরিক্ত জেলা আয়ুক্ত মূল ভবনের ভূমিতলার কক্ষ নং ১১৫-এ গ্রহণ করবেন।

১১৬কাটিগড়া বিধানসভা সমষ্টির জন্য রিটার্নিং অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন কাছাড় জেলা পরিষদের প্রধান কার্যনির্বাহী আধিকারিক ডরোথি সুচিয়াং, এসি এস। তিনি উন্নয়ন ভবনের ভূমিতলার কক্ষ নং ১১৬-এ মনোনয়নপত্র গ্রহণ করবেন। একইভাবে ১১৭বড়খলা বিধানসভা

সমষ্টির রিটার্নিং অফিসার রাজীব রায়, এসি এস, জেলা উন্নয়ন আয়ুক্তহু কাছাড়, উন্নয়ন ভবনের প্রথম তলার কক্ষ নং ১১৭-এ মনোনয়নপত্র গ্রহণ করবেন।

১১৮শিলচর বিধানসভা সমষ্টির মনোনয়ন প্রক্রিয়া পরিচালনা করবেন রঞ্জিত বড়ুয়া, এসি এস, অতিরিক্ত জেলা আয়ুক্ত, যিনি উন্নয়ন ভবনের ভূমিতলার কক্ষ নং ১১৮-এ মনোনয়নপত্র গ্রহণ করবেন। ১১৯সোনাই বিধানসভা সমষ্টির জন্য রিটার্নিং অফিসার ডেভিড কুমার বরা, এসি এস, অতিরিক্ত জেলা আয়ুক্ত, জেলা আয়ুক্তের কার্যালয়ের মূল ভবনের প্রথম তলার কক্ষ নং ১১৯-এ মনোনয়নপত্র গ্রহণ করবেন। অপরদিকে ১২০ধলাই (এসসি) বিধানসভা সমষ্টির জন্য রিটার্নিং অফিসার সৌভিক ভূঞা, ACS, অতিরিক্ত জেলা কমিশনার, উন্নয়ন ভবনের ভূমিতলার কক্ষ নং ১২০-এ মনোনয়নপত্র গ্রহণ করবেন।

জেলা কমিশনার ও জেলা নির্বাচন আধিকারিক আয়ুষ গর্গ, IASএর নেতৃত্বে জেলা প্রশাসন এই ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করেছে যাতে মনোনয়ন প্রক্রিয়া সুশৃঙ্খল, দক্ষ এবং স্বচ্ছভাবে সম্পন্ন করা যায় এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে। আসম্ বিধানসভা নির্বাচন ২০২৬ উপলক্ষে মনোনয়নপত্র জমা ও যাচাইয়ের জন্য নির্ধারিত স্থান সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত থাকার জন্য জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে আহ্বান জানানো হয়েছে।

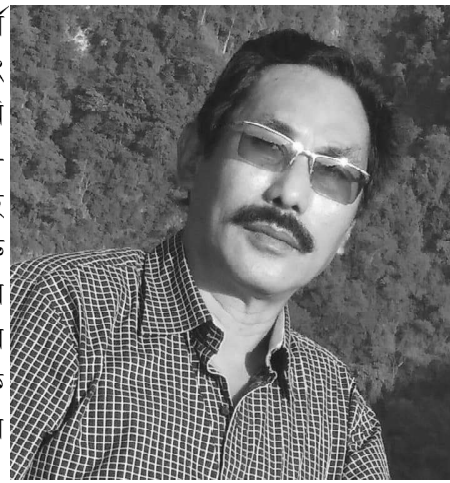
উত্তর পূর্বাঞ্চলের জাতীয় ঐক্যসূত্র বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোকপাত ভূমিকা

কলাশ্রী পরিতোষ বর্মণ, সংস্কৃতি রত্ন

আমাদের এই বিশাল ভারতবর্ষ যেমন একটি বিশাল এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশ, তেমনি বৈচিত্র্যপূর্ণ অসংখ্য জাতি-জনজাতিতে পরিপূর্ণ। তাই এই বৈচিত্র্যের মধ্যেও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতীয়দের ঐক্যতাকে উপলব্ধি করে সকলের উদ্দেশ্যেই তাঁর কাব্যিক রস প্রকাশে সহজ-সরল ভাষায় বলে গেছেন

‘হেথায় আর্য, হেথায় অনার্য, হেথায় দ্রাবিড়-চীন শব্দ-হুণ-দল, পাঠান-মোগল একদেহে হল লীন।’ (হুগীতবীতান, পৃঃ-৫০৭)

আর একই ভাবনায় আমাদের একজন মহান সাহিত্যিক স্বর্গীয় বাণেন্দ্র মন্ডল তাঁর অসমীয়া জাতি আর সাহিত্যের জন্ম তথা ঐক্যতার বিষয়ে



উল্লেখ করে গেছেন ‘কি রাত-ছহী-খাশি গারো-মিরি-যবন-কঙ্ক-গোয়াল অসম মুলুক ধোবা যে তুরক কুবাচ-চৈচাচছ চাগুল।’ (হু(আসমীয়া ভাগবত, দ্বিতীয় স্কন্ধঃ ৪৭৪))

আমাদের এই বিশালকায় ভারতবর্ষ

প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি। এই ভারতবর্ষের উত্তর পূর্বাঞ্চলও ঠিক তেমনি বিভিন্ন জাতি-উপজাতি, নানা ভাষা-ভাষী, কলা-কৃষ্টি-সংস্কৃতির ঐতিহ্যে ভরা বিশাল জাদুঘর বললেও অত্যুক্তি হব না। কারণ, এই দেশটি নৃতাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞদের কাছে একটি স্বর্গরাজ্য বলতে পারি।

ক্রমশঃ —

একের পাতার পর

সামাজিক ভারসাম্যে জোর বিজেপি দলের

জাতি-জনজাতি—সব স্তরের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই তালিকা শুধু নির্বাচনের জন্য নয়, দীর্ঘমেয়াদে সংগঠনকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যেও তৈরি। এই মন্তব্য থেকেই পরিষ্কার, বিজেপি এ বারের নির্বাচনে তাৎক্ষণিক সাফল্যের পাশাপাশি ভবিষ্যতের রাজনৈতিক মঞ্চও প্রস্তুত করতে চাইছে। দলীয় সূত্রে জানা যাচ্ছে, প্রার্থী নির্বাচনের সময় অঞ্চলভিত্তিক বাস্তবতা, জনসংখ্যাগত বৈচিত্র্য এবং স্থানীয় নেতৃত্বের গ্রহণযোগ্যতাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই তালিকার অন্যতম বড় দিক হল নতুন মুখের উত্থান। একাধিক তরুণ নেতাকে প্রার্থী করে বিজেপি স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে, ভবিষ্যতের নেতৃত্ব তৈরির প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। দীর্ঘদিন ধরে রাজনীতিতে থাকা প্রথাগত নেতৃত্বের পাশাপাশি নতুন প্রজন্মকে সামনে আনা—এই দুইয়ের সমন্বয়েই সংগঠনকে এগিয়ে নিতে চাইছে দল। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এই পদক্ষেপ তরুণ ভোটারদের মধ্যে ইতিবাচক সাড়া ফেলতে পারে। তবে শুধুমাত্র নতুন মুখেই ভরসা করেনি বিজেপি। তালিকায় অভিজ্ঞ নেতাদের উপস্থিতিও যথেষ্ট। চন্দ্রমোহন পাটোয়ারি, রঞ্জিত কুমার দাস, পীযুষ হাজরিকার মতো নেতারা আবারও প্রার্থী হয়েছেন। দলের মতে, অভিজ্ঞতা এবং নবীনতার মিশ্রণই নির্বাচনে সাফল্যের মূল চাবিকাঠি হতে পারে। ফলে একদিকে যেমন নতুন উদ্যম, অন্যদিকে তেমনি অভিজ্ঞতার ভারসাম্য—এই দুইয়ের ওপরই নির্ভর করছে বিজেপির নির্বাচনী কৌশল। তালিকা প্রকাশের পর অবশ্য কিছু প্রশ্নও সামনে এসেছে। একাধিক বর্তমান বিধায়ক ও প্রবীণ নেতা টিকিট না পাওয়ায় দলের অন্তরে ও বাইরে আলোচনা শুরু হয়েছে। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করেন, নির্বাচনী কেন্দ্র পুনর্গঠন এবং জনসংখ্যাগত পরিবর্তনের ফলে অনেক আসনের চরিত্র বদলে গেছে। তাঁর কথায়, কাউকে বাদ দেওয়া হয়নি, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই বাস্তব পরিস্থিতির কারণে সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। এই ব্যাখ্যা থেকে বোঝা যায়, বিজেপি প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তার ওপর নির্ভর না করে বৃহত্তর নির্বাচনী সমীকরণকে গুরুত্ব দিয়েছে। এর ফলে কিছু ক্ষেত্রে অসন্তোষ তৈরি হলেও দল মনে করছে, দীর্ঘমেয়াদে এই সিদ্ধান্তই সংগঠনের পক্ষে ইতিবাচক হবে।

তৎপরতা বাড়ান ভারত শান্তির পথ খুঁজতে

যুবরাজের সঙ্গে আলোচনায় উঠে আসে হরমুজ প্রণালীর নিরাপত্তার বিষয়টিও। বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি করিডর হিসেবে পরিচিত এই পথ দিয়ে বিপুল পরিমাণ তেল নিয়ে যাতায়াত করে একাধিক জাহাজ। মোদি স্পষ্ট বলেন, এই প্রণালী দিয়ে অবাধ ও নিরাপদ নৌ চলাচল নিশ্চিত করাই আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। কারণ, এখানে উত্তেজনা বাড়লে বিশ্বজুড়ে জ্বালানি সংকটের আশঙ্কা তৈরি হতে পারে। দুই নেতাই একমত হয়েছেন, এই পরিস্থিতিতে কূটনৈতিক সংলাপ চালিয়ে যাওয়া অত্যন্ত জরুরি, তবেই শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখা সম্ভব। এছাড়াও, কুয়েতে বসবাসকারী ভারতীয়দের নিরাপত্তা ও কল্যাণে সেখানকার নেতৃত্বের সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন মোদি। সব মিলিয়ে, যুদ্ধের আবহে কূটনৈতিক স্তরে সক্রিয় থেকে পরিস্থিতি সামাল দিতে চাইছে ভারত এটাই স্পষ্ট এই বৈঠক থেকে। এর আগে গত রাতে পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি ও হরমুজ প্রণালী প্রসঙ্গে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির প্রেসিডেন্ট নাহিয়ানের সঙ্গে ফোনে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। হরমুজ দিয়ে নিরাপদ ও স্বাভাবিক ভাবে নৌ-যান চলাচলের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে দুই নেতাই সম্মত হয়েছেন। প্রাপ্ত তথ্য মতে, পশ্চিম এশিয়ায় দ্রুত শান্তি, সার্বিক নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার জন্য ভারত ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহি যৌথ ভাবে কাজ করতে সম্মত হয়েছে। জানা গিয়েছে, ইরান-আমেরিকা ও ইজরায়েল যুদ্ধ পরিস্থিতিতে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিভিন্ন জায়গায় ইরানের হামলার ঘটনার নিন্দা জানিয়েছেন মোদি। প্রসঙ্গত, চলতি যুদ্ধ পরিস্থিতিতে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার দুই নেতার আলোচনা হল।

জেলাজুড়ে নজরদারি ফ্লাইং স্কোয়াড

সার্ভিল্যান্স টিমের

হাইলাকান্দি ৪ আসম রাজ্য বিধানসভা নির্বাচন ২০২৬-কে সামনে রেখে হাইলাকান্দি জেলায় অবাধ, সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ নির্বাচন প্রক্রিয়া নিশ্চিত করতে ফ্লাইং স্কোয়াড টিম (এফএসটি) এবং স্ট্যাটিক সার্ভিলেন্স টিম (এসএসটি) সম্পূর্ণরূপে সক্রিয় রয়েছে। নির্বাচন সংক্রান্ত আদর্শ আচরণবিধি কঠোরভাবে বাস্তবায়ন এবং লঙ্ঘন প্রতিরোধে এই দলগুলো জেলাজুড়ে কড়া নজরদারি ও নিয়মিত তদারকি চালিয়ে যাচ্ছে। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, ফ্লাইং স্কোয়াড টিমের সদস্যরা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নজরদারি জোরদার করার পাশাপাশি সন্দেহজনক গতিবিধির ওপর কড়া নজর রাখছেন। প্রয়োজনে তাৎক্ষণিকভাবে চেকিং ও তল্লাশি অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে, যাতে নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা অক্ষুণ্ণ থাকে। অন্যদিকে, স্ট্যাটিক সার্ভিলেন্স টিম (এসএসটি) জেলাজুড়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে অবস্থান করে নিয়মিত তল্লাশি ও পর্যবেক্ষণ চালাচ্ছে। বিশেষ করে যানবাহন তল্লাশি ও নগদ অর্থ বা অন্যান্য সামগ্রীর গতিবিধির উপর নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। ২০২৬ সালের সাধারণ বিধানসভা নির্বাচনকে স্বাধীন, সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে এই দলগুলো সমন্বিতভাবে কাজ করে চলেছে এবং সার্বিক পরিস্থিতির ওপর নিবিড় পর্যবেক্ষণ রাখছে। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নির্বাচন চলাকালীন সময়ে যেকোন ধরনের অনিয়ম বা আচরণবিধি লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

একের পাতার পর

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে বারুণী মেলা স্থানীয়

করে ভ্রাতৃত্ব ও সহমর্মিতার বন্ধনকে আরও দৃঢ় করে।' বক্তব্য প্রসঙ্গে কণাদ পুরকায়স্থ বলেন, 'সিদ্ধেশ্বর বারুণী মেলা শুধু একটি ধর্মীয় উৎসব নয়, এটি বহু প্রাচীন ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং সামাজিক সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল প্রতীক। প্রতি বছর মধুকৃষ্ণ ত্রয়োদশীর পূণ্যলগ্নে অগণিত ভক্ত ও দর্শনার্থী এখানে সমবেত হয়ে পুণ্যস্নান, পূজা-অর্চনা করেন। এ উপলক্ষে আয়োজিত ঐতিহ্যবাহী মেলা শুধু ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, স্থানীয় অর্থনীতি, ক্ষুদ্র ব্যবসা, কারুশিল্প এবং লোকসংস্কৃতির বিকাশেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। দূর-দূরান্ত থেকে আগত ভক্ত দর্শকদের উপস্থিতিতে এই অঞ্চল প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের সৌন্দর্য প্রস্ফুটিত হয়।' এই মেলার সঙ্গে যুক্ত সবাইকে সাধুবাদ জানিয়ে সাংসদ কণাদ পুরকায়স্থ উল্লেখ করেন, তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিষ্ঠার ফলেই প্রতি বছর সুন্দরভাবে এই মেলার আয়োজন সম্ভব হয়। ভবিষ্যতেও এই ঐতিহ্য একইভাবে অটুট থাকবে বলে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তিনি। এর আগে বারুণী মেলার ঐতিহ্য এবং তাৎপর্য নিয়ে আলোকপাত করে উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ বলেন, 'সুপ্রাচীন ঐতিহ্যবাহী সিদ্ধেশ্বর কপিলাশ্রম শিববাড়ি। কথিত রয়েছে বরাক নদী তীরবর্তী পবিত্র এই স্থানে সিদ্ধিলাভ করেন কপিল মুনি। সেজন্য মধুকৃষ্ণ ত্রয়োদশী তিথিতে এখানে পূণ্য অর্জনে পবিত্র স্নান করেন হাজার হাজার পূণ্যার্থী। এ উপলক্ষে কাটিগড়া চৌরঙ্গীতে আয়োজিত হয় ঐতিহ্যবাহী বারুণী মেলা। যেখানে হাজার হাজার দর্শনার্থীর সমাবেশ ঘটে। ঐতিহ্যবাহী এই মেলার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন তিনি। প্রাসঙ্গিক বক্তব্য পেশ করেন কাটিগড়ার সার্কল অফিসার যাত্রাকান্ত কর্মকার। গুরুতে স্বাগত বক্তব্য পেশ করেন মেলা কমিটির সম্পাদক স্বপন দেব। মঞ্চে ছিলেন জেলা পরিষদ সদস্য প্রমীলা বৈষণ্ব, কাটিগড়া ব্লক আঞ্চলিক পঞ্চায়েত সভানেত্রী বাবলি নাথ, আঞ্চলিক পঞ্চায়েত সদস্য রাহুল দাম, বিজেপির তিন মণ্ডল সভাপতি বিশালাক্ষ দেব, মিঠুন গুরুবৈদ্য, নিত্য গোপাল দাস, দলের বরিষ্ঠ কর্মকর্তা সমীরণ নাথ লস্কর, নির্মলেন্দু চক্রবর্তী, সুরত ভট্টাচার্য, মেলা কমিটির সন্দীপ পাল, নির্বাহ দাস, বিশ্বজিৎ মালাকার প্রমুখ।

শিলচর : কাছাড় জেলার অধীনে পাঁচ আসনে মনোনয়ন জমা এসইউসিআই। গত শুক্রবার শিলচরে বিশাল পথচলার মধ্য দিয়ে মনোনয়ন পত্র জমা দেন। দলীয় সূত্রে জানা গেছে, ধলাই, শিলচর, বরখলা, কাটিগড়া ও উধারবন্দ সমষ্টিতে তারা প্রার্থীরা মনোনয়ন পত্র দাখিল করেন। শিলচরের আসনের জন্য মনোনয়ন পত্র জমা দেন রাজ্য কমিটির সদস্য ও জেলা সম্পাদক ভবতোষ চক্রবর্তী, কাটিগড়ায় হিলোল ভট্টাচার্য। আজ সোনাই সমষ্টির জন্য এসইউসিআই'র প্রার্থী মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার কথা রয়েছে অঞ্জন কুমার চন্দের।

বিশ্ব কবিতা দিবস উদযাপন লায়ন্স ক্লাব

অফ শিলচর ভ্যালি ভিউ'র



শিলচর : গত শনিবার 'লায়ন্স ক্লাব অফ শিলচর ভ্যালি ভিউ', আঞ্চিকাপট্রি, শিলচরে, 'বিশ্ব কবিতা দিবস' অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে আয়োজন ও উদযাপন করে

'কবিদের আড্ডা'। এই মর্যাদাপূর্ণ দিনে পাঁচজন বিশিষ্ট কবি চন্দ্র কুমার গোয়ালা (হিন্দি), শিল্পী ভট্টাচার্য (ইংরেজি/বাংলা), সজল কান্তি দাস (বাংলা), তনুশ্রী ভট্টাচার্য (বাংলা) এবং সানি ভট্টাচার্য (হিন্দি/বাংলা) কে ক্লাবের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জানানো হয়। এছাড়াও, সকল কবিই তাঁদের স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করেন, যা উপস্থিত সকলের কাছ থেকে ব্যাপক প্রশংসা অর্জন করে। সঞ্জীব রায় আমন্ত্রিত কবি হিসেবে উপস্থিত থেকে তাঁর স্বরচিত দুটি কবিতা পরিবেশন করেন। ক্লাব ভ্যালি ভিউ-এর সভানেত্রী লায়ন বন্দিতা ব্রিবেদী রায় অত্যন্ত সুন্দর ভাবে পুরো অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন। প্রজেক্ট চেয়ারপার্সন লায়ন পিক্সি সিংহ দাস শেষে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

কাছাড়ে নির্বাচনী প্রস্তুতি নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করলেন ডিসি আয়ুষ গর্গ

শিলচর : আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনী বিজ্ঞপ্তি জারি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আসন্ন নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সম্পন্ন করতে কাছাড় জেলা প্রশাসন প্রস্তুতি আরও জোরদার করেছে।

নির্বাচনী নির্দেশিকা ও প্রশাসনিক প্রস্তুতি সম্পর্কে রাজনৈতিক দলগুলিকে অবহিত করতে জেলা শাসক ও জেলা নির্বাচন আধিকারিক আয়ুষ গর্গ, আইএএস, সোমবার শিলচরের ডিসি কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে সর্বদলীয় বৈঠক আহ্বান করেন।

বৈঠক শেষে সংবাদমাধ্যমকে ব্রিফিংয়ে তিনি জানান, নির্বাচনী প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা রক্ষা ও নির্বিঘ্ন ভোটগ্রহণ নিশ্চিত করতে প্রশাসন একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

সরকারি তথ্য অনুযায়ী, কাছাড় জেলায় মোট ১,৭৩২টি ভোটকেন্দ্র রয়েছে। এর মধ্যে পূর্ববর্তী নির্বাচনের ভোটের ধরণ ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণের ভিত্তিতে ৯৫টি কেন্দ্রকে 'ক্রিটিকাল' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। জেলা শাসক জানান,

এর মধ্যে ৩৫টি কেন্দ্রকে পূর্ববর্তী নির্বাচনে ৯০ শতাংশের বেশি ভোটদান এবং একক প্রার্থীর পক্ষে অস্বাভাবিকভাবে বেশি ভোট পড়ার প্রেক্ষিতে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই ধরনের অস্বাভাবিক প্রবণতার কারণে ওই কেন্দ্রগুলিতে ভোটের দিন বিশেষ নজরদারি রাখা হবে।

অবশিষ্ট ৬০টি কেন্দ্রকে পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্টের ভিত্তিতে 'সেনসিটিভ' হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে। এই কেন্দ্রগুলিতেও কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও নিবিড় প্রশাসনিক তদারকি নিশ্চিত করা হবে, যাতে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া সুশৃঙ্খল ও স্বচ্ছ থাকে।

চলতি বছরে নির্বাচন ব্যবস্থাপনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করে জেলা শাসক জানান, জেলার সাতটি বিধানসভা কেন্দ্রের সব ভোটকর্মীকে ভোটগ্রহণের দুই দিন আগে একযোগে নিজ নিজ কেন্দ্রে পাঠানো হবে। পূর্ববর্তী নির্বাচনের মতো ধাপে ধাপে না করে একসঙ্গে এই প্রেরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন

করা হলে প্রস্তুতি আরও সুসংগঠিত হবে এবং ভোটকর্মীরা প্রয়োজনীয় লজিস্টিক ব্যবস্থা গুছিয়ে নিতে পর্যাপ্ত সময় পাবেন।

ভোটদানের অংশগ্রহণ বাড়তেও প্রশাসন বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। গত নির্বাচনে কাছাড় প্রায় ৮১ শতাংশ ভোটদান হয়েছিল, এবারে তা অন্তত ৮৫ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। নাগরিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণে উৎসাহিত করতে বিভিন্ন সচেতনতা কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। প্রবীণ ও ভিন্নভাবে সক্ষম ভোটারদের সুবিধার্থে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ৮৫ বছরের উপরে ভোটাররা ইচ্ছা প্রকাশ করলে বাড়িতে বসেই ভোট দেওয়ার সুযোগ পাবেন। পাশাপাশি, ৪০ শতাংশ বা তার বেশি প্রতিবন্ধকতা রয়েছে এমন ব্যক্তিরাও একই সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন।

ভোটগ্রহণ চলাকালীন প্রযুক্তিনির্ভর নজরদারির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। জেলার অধিকাংশ ভোটকেন্দ্রে ওয়েবকাস্টিংয়ের মাধ্যমে সরাসরি নজরদারি চালানো হবে।

তবে কিছু দূরবর্তী এলাকায় নেটওয়ার্ক সমস্যার কারণে প্রায় ১৮টি কেন্দ্রে সিসিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করা হবে। নারীদের অংশগ্রহণ বাড়তে প্রায় ৪০০টি ভোটকেন্দ্র সম্পূর্ণভাবে মহিলা কর্মীদের দ্বারা পরিচালিত হবে।

নিরাপত্তা ব্যবস্থাও জোরদার করা হয়েছে। জেলা শাসক জানান, ইতিমধ্যেই ৮ কোম্পানি নিরাপত্তা বাহিনী জেলায় পৌঁছেছে এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী কৌশলগতভাবে তাদের মোতায়েন করা হবে। প্রয়োজনে অতিরিক্ত বাহিনীও চাওয়া হতে পারে।

প্রার্থীদের মনোনয়ন জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া সোমবার শুরু হয়েছে এবং তা চলবে চু মার্চ পর্যন্ত। তবে ঈদের দিন, যা সরকারি ছুটি, এবং রবিবার মনোনয়ন গ্রহণ করা হবে না। অন্যান্য দিন সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৩টার মধ্যে মনোনয়ন জমা দেওয়া যাবে। মনোনয়নপত্র যাচাই হবে ২৪ মার্চ এবং ২৬ মার্চ পর্যন্ত মনোনয়ন প্রত্যাহারের সুযোগ থাকবে। প্রথম

দিনে কোনো মনোনয়নপত্র জমা পড়েনি বলেও জেলা শাসক জানান।

নির্বাচনকালীন সময়ে ভুলো, পক্ষপাতদুষ্ট বা উস্কানিমূলক তথ্য ছড়ানো রোধে প্রশাসন নজরদারি বাড়িয়েছে। বিশেষত সামাজিক মাধ্যমে বিভ্রান্তিকর তথ্যের ওপর নজর রাখতে বিশেষ মনিটরিং ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। পুলিশ ও সিভিল প্রশাসনের কর্মকর্তাদের নিয়ে গঠিত পৃথক সেল পরিস্থিতির ওপর নজর রাখবে এবং ভ্রান্ত বা উস্কানিমূলক তথ্য ছড়ালে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

জেলার প্রস্তুতি নিয়ে আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করে জেলা শাসক বলেন, রাজনৈতিক দলগুলির সহযোগিতা ও ভোটদানের সক্রিয় অংশগ্রহণে আসন্ন নির্বাচন কাছাড় শান্তিপূর্ণ ও প্রাণবন্ত গণতান্ত্রিক উৎসবে পরিণত হবে।

অসম সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের বরাক উপত্যকার আঞ্চলিক কার্যালয় শিলচর থেকে প্রকাশিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ খবর জানানো হয়েছে।

বরাক উপত্যকা বাস্তি/বাগদি সমাজ কল্যাণ সমিতির ৩১তম বাৎসরিক সম্মেলন পালন



শিলচর : বরাক উপত্যকা বাস্তি/বাগদি সমাজ কল্যাণ সমিতির ৩১তম বাৎসরিক সম্মেলন প্রমোদনগর চা-বাগানে গত ১৪ ও ১৫ মার্চ শনি ও রবিবার শ্রীভূমি জেলায় করা হয়েছে। উক্ত সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সভাপতি ললিত বাস্তি, প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে সভার কাজ আরম্ভ হয়। আলোচনার বিষয় ছিল - শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সমাজের উন্নতি নিয়ে এবং ১৫ তারিখ ভোর ৫টা হইতে প্রভাত কীর্তন করা হয় এবং এইদিন সকাল ৯ টায় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের

দ্বারা পতাকা উত্তোলন করা হয়। এছাড়াও বিভিন্ন ছাত্র-ছাত্রীকে সংস্থার পক্ষ থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের শংসাপত্র প্রদান করা হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন সভাপতি ললিত বাস্তি, সহ-সভাপতি নিধু বাস্তি, কেশব বাস্তি, সম্পাদক বিষ্ণুপদ বাস্তি, সহ-সম্পাদক শান্ত বাস্তি, কোষাধ্যক্ষ প্রদীপ বাগদি, সহ-কোষাধ্যক্ষ অলক বাগদি, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক সুধীশ বাস্তি, প্রচার ও প্রসার সম্পাদক প্রাণেশ কুশমেধ বাগদি, যুগ্ম সচিব সম্পাদক প্রকাশ চন্দ্র

বাস্তি, মাননীয় সদস্যগণ পল্টু বাস্তি, বিমল বাস্তি, প্রান্তন সম্পাদক নিখিল বাস্তি, যুব কমিটি সহ-সভাপতি বিপিন বাস্তি, সম্পাদক খোকন বাস্তি, সদস্য সাধন বাস্তি, সুরেশ বাস্তি প্রমুখ। তাছাড়াও বিভিন্ন গ্রাম থেকে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সহ মুখ্য অতিথি রশ্মি বাস্তি ও ব্রহ্মপুত্র থেকেও অসংখ্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতি ছিলেন। বরাক উপত্যকার তিন জেলার বিভিন্ন গ্রাম থেকেও সমিতির আগামীদিনের পথচলার দিককে সুনিশ্চিত করতে সদস্যগণেরা शामिल হয়েছিলেন।

শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করতে

বিএনএসএস ১৬৩

ধারায় নিষেধাজ্ঞা জারি

শ্রীভূমি : নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা এবং আদর্শ আচরণবিধি কার্যকর হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে, ২০২৬ সালের রাজ্য বিধানসভা নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে শ্রীভূমি জেলা প্রশাসন কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এতে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার ১৬৩ ধারার অধীনে এক আদেশ জারি করে সমগ্র জেলায় অবিলম্বে কার্যকর হওয়া কিছু বিধিনিষেধ জারি করেছেন। এই বিধিনিষেধ অনুসারে অনুমতি ব্যতীত ৫ বা ততোধিক ব্যক্তির একত্রিত হওয়া নিষিদ্ধ। এতে অনুমতি ছাড়া কোন সরকারি বা বেসরকারি প্রাঙ্গণ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা গেস্ট হাউসে নির্বাচনী প্রচার চালানো যাবে না। যেকোন ধরনের অস্ত্র, বিস্ফোরক বা সন্দেহজনক বস্তু বহন এবং জনসমক্ষে বা ব্যক্তিগত স্থানে বাজি ফাটানো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া কোন জনসভা, র্যালি, ধর্না বা মিছিল করা যাবে না। লাউডস্পিকার ব্যবহারের ক্ষেত্রেও আগাম অনুমতি

এরপর পাঁচের পাতায় -

কবিতার মধুর ছন্দ

ডাঃ শিশির কুমার বিশ্বাস

কবিতার ছন্দ

করেনা কোন দ্বন্দু;

কল্লোলিনী স্রোতাস্থিনী সম,

থাকে না রুদ্ধ, বন্ধ।

পেরিয়ে ঘন পর্বতরাজি,

নীরবে কিংবা গর্জনে;

ধায় নদী সঘনে সদা,

সমুদ্রের জল পানে।

জলধারা নদীর যেমন,

ধায় সমুদ্রের পথে;

ছন্দোবদ্ধ কবিতার ধারা,

ধায় তারই মতে।

চলার পথে নদী যেমন,

স্পর্শে নানা স্থান;

বাস্তব কল্পনা সবকিছুকে,

ছন্দ করে মহান!

মন্দ মন্দ বায়ু যেন,

কবিতাপ মধুর ছন্দে;

তারই স্পর্শে মন ভরে,

কত না কত আনন্দে!

Memo No. HEL.47/2026/AE/38-B



PUBLIC NOTICE

It is for information of the General Public that the Hon'ble General Observer, Police Observer and Expenditure Observer appointed by the Election Commission of India for 121-Hailakandi LAC & 122-Algapur-Katlicherra LAC have arrived and are stationed at Circuit House, Hailakandi till the poll process is over.

Candidates, Political Parties or any public may contact them for any issue related to the Assembly Election, 2026 and are available for visitors from 10:00 AM to 11:00 AM during their stay (subjected to availability) at Observer Cell, Circuit House, Hailakandi.

The details of Hon'ble Observers are furnished below:

Name of Election District	Name of LAC	Name of Observers	Role	Constituency Mobile No
HAILAKANDI	121-Hailakandi LAC	G. Veerapandian, IAS	General Observer	9181572922
		Pankaj Kumar Raj, IPS	Police Observer	9181968077
	122-Algapur-Katlicherra LAC	Debasish Biswas, IRS	Expenditure Observer	9181558622

Sd/- District Development Commissioner
& I/c Observer Cell, Hailakandi
General Election to Assam
Legislative Assembly-2026

চারের পাতার পর-

বিএনএসএস ১৬৩

ধারায় নিষেধাজ্ঞা জারি

বাধ্যতামূলক। পাশাপাশি, কোন জাতি, ধর্ম বা সম্প্রদায়কে আঘাত করে এমন কোন উস্কানিমূলক ভাষণ, শ্লোগান, ব্যানার বা দেওয়াল লিখন কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। এই আদেশে ভোটারদের প্রভাবিত করার জন্য মদ, নেশাজাতীয় দ্রব্য বা নগদ টাকা বিতরণ করা দণ্ডনীয় অপরাধ হিসাবে গণ্য হবে। এছাড়া মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় জেলাশাসক কার্যালয়ের ১০০ মিটারের মধ্যে কোন যানবাহন রাখা যাবে না। তবে এই আদেশ কর্তব্যরত সরকারি ও কেন্দ্রীয় কর্মচারী, পুলিশ, আধাসামরিক বাহিনী এবং অ্যান্ডুলেন্স বা অগ্নিনির্বাপক পরিষেবার মতো জরুরি পরিষেবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জানিয়েছেন যে, এই আদেশ লঙ্ঘিত হলে আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কাছাড়ে পিএম শ্রীর বিদ্যালয়গুলির জেলা স্তরের প্রকল্প প্রতিযোগিতা

শিলচর : জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০এর লক্ষ্য ও ভাবনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রকল্পভিত্তিক শিক্ষার বাস্তব প্রয়োগকে উৎসাহিত করতে কাছাড় জেলার পিএম শ্রীর বিদ্যালয়গুলির জন্য এক বর্ণাঢ্য জেলা স্তরের প্রকল্প প্রতিযোগিতা গত বৃহস্পতিবার শিলচরের ইলোরা হেরিটেজ হলে সমগ্র শিক্ষা কাছাড়ের ব্যবস্থাপনায় সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষার্থীদের স্বজনশীলতা, বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা এবং বাস্তবধর্মী শিক্ষার এক প্রাণবন্ত মিলনমেলায় পরিণত হয় এই প্রতিযোগিতা। জেলার বিভিন্ন পিএম শ্রীর বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা উৎসাহের সঙ্গে এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতাটি তিনটি শিক্ষাগত স্তরে অনুষ্ঠিত হয় লেভেল ১ (তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণি), লেভেল ২ (ষষ্ঠ থেকে

অষ্টম শ্রেণি) এবং লেভেল ৩ (নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি)। অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা তাদের উদ্ভাবনী প্রকল্পের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক ধারণা, স্বজনশীলতা এবং সমস্যা সমাধানের দক্ষতার চমৎকার প্রদর্শন করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ও বিচারকের আসনে উপস্থিত ছিলেন এক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের প্যানেল। তাঁদের মধ্যে ছিলেন আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক হিমাদ্রি শেখর দাস, গুরু চরণ কলেজের রসায়ন বিভাগের প্রধান ড. জয়দীপ পাল, ডায়েট কাছাড়ের অধ্যক্ষ ড. জিবেন্দু দত্ত, টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ ড. অপর্ণা ভট্টাচার্য, ডায়েটের সিনিয়র লেকচারার রাজশ্রী চক্রবর্তী ও শর্মিষ্ঠা চৌধুরী, প্রাক্তন অধ্যক্ষ অতনু দেব (বর্তমানে টিচার্স ট্রেনিং

কলেজের অতিথি অধ্যাপক) এবং জেলা প্রোগ্রাম অফিসার (টিটি) গৌতম দেব। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শালচাপড়া ব্লকের বিইইও জয়ন্তী পাল এবং সোনাই ব্লকের বিইইও নন্দিনী মুখার্জিও। অনুষ্ঠানের সূচনায় জেলা প্রোগ্রাম অফিসার (টিটি) গৌতম দেব স্বাগত ভাষণে শিক্ষার্থীদের মধ্যে কৌতূহল, স্বজনশীলতা ও উদ্ভাবনী চিন্তার বিকাশের গুরুত্ব তুলে ধরেন। পরে অধ্যাপক হিমাদ্রি শেখর দাস শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য রেখে অনুসন্ধান, পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং স্বজনশীল চিন্তার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জনের আহ্বান জানান। বিচারকমণ্ডলী তিনটি স্তরে শিক্ষার্থীদের উপস্থাপিত প্রকল্পগুলি গভীরভাবে মূল্যায়ন করে সেরা প্রতিযোগীদের নির্বাচন করেন। পরবর্তীতে অনুষ্ঠিত হয় পুরস্কার

বিতরণী অনুষ্ঠান। প্রতিটি স্তরে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান অধিকারী শিক্ষার্থীদের স্মারকচিহ্ন প্রদান করে সম্মানিত করা হয়। পাশাপাশি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সকল শিক্ষার্থীকে উৎসাহিত করতে তাঁদের প্রত্যেককে একটি করে মেডেল, সার্টিফিকেট এবং স্কুল ব্যাগ প্রদান করা হয়। ফলাফল অনুযায়ী, লেভেল ১ বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে পিএম শ্রীর ছহু কুকুবাড়ি এলপিএস, দ্বিতীয় স্থান পায় পিএম শ্রীর ববজু ইরংমারা এলপিএস এবং তৃতীয় স্থান অর্জন করে পিএম শ্রীর সাহারজুম উদয়নগর এলপিএস। লেভেল ২ বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে পিএম শ্রীর নেহরু এইচএস স্কুল, দ্বিতীয় স্থানে থাকে পিএম শ্রীর বরখাই এইচএস স্কুল এবং তৃতীয় স্থান পায় পিএম শ্রীর নারসিং

এইচএস স্কুল। লেভেল ৩ বিভাগে প্রথম স্থান অর্জন করে পিএম শ্রীর রাজা জিসি মেমোরিয়াল স্কুল, দ্বিতীয় স্থানে থাকে পিএম শ্রীর নারসিং এইচএস স্কুল এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করে পিএম শ্রীর কাশিপুর ডিপি এইচএস স্কুল। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন উদারবন্দের বিআরপি বিপ্লব বিশ্বাস এবং শিলচর আরবান-এর বিআরপি সন্দীপা চক্রবর্তী। সমগ্র অনুষ্ঠানের সার্বিক সমন্বয় ও পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন বিআরপি নবরঞ্জন চক্রবর্তী, ড. সত্যজিৎ দাস, সার্বিনা সুলতানা মজুমদার, গোপাল কৃষ্ণ পাল, জাহারুল মজুমদার, বিপ্লব দাস, ইস্তাজ আলি, সাইরুল আহমেদ বড়ুইয়া, এফএলএন ডাটা অ্যানালিস্ট ফেরদৌসি সুলতানা চৌধুরী, সিআরসিসি কিংসুক ভট্টাচার্য এবং সহকারী নাজির জয়ন্ত পাল।

সরস্বতী শিশু নিকেতনে তিন দিবসীয় ঘোষ প্রশিক্ষণ বর্গ আয়োজিত



শুভেচ্ছা প্রতিবেদন, শিলচর : বিদ্যা ভারতী দক্ষিণ আসাম প্রান্ত আয়োজিত কাছাড় জেলার ডলু স্থিত সরস্বতী শিশু নিকেতনে গত ১৮-০৩-২০২৬ ইং বুধবার থেকে তিন দিবসীয় ঘোষ প্রশিক্ষণ বর্গ আয়োজিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ বর্গে প্রান্তের বিভিন্ন বিদ্যা নিকেতন থেকে সর্বমোট ১২৪ জন বিদ্যার্থী অংশগ্রহণ করে। গত শুক্রবার প্রশিক্ষণ বর্গের সমাপন হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ বর্গে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ আসাম প্রান্তের সংগঠন মন্ত্রী মাননীয় মহেশ ভাগবত জী, ডলু সরস্বতী শিশু নিকেতনের প্রধান আচার্য মাননীয় বিবেকানন্দ দেব পুরকায়স্থ, কাঠলীছড়া সরস্বতী বিদ্যা নিকেতনের প্রধান আচার্য মাননীয় সুমিতা পাল, দক্ষিণ শিলচর বিদ্যা নিকেতনের প্রধান আচার্য মাননীয় সংগীতা রায় চৌধুরী ও মালুগ্রাম সরস্বতী বিদ্যা নিকেতনের প্রধান আচার্য ডি মাননীয় অক্ষিতা দেব রায়, উপস্থিত ছিলেন বিদ্যা ভারতী পূর্বোত্তর ক্ষেত্রের শারীরিক ও ঘোষ সংযোজক শ্রী দীপেন রাভা, মহাশয় এবং প্রান্তের ঘোষ প্রশিক্ষক শ্রী কিষণ রায়, মালুগ্রাম বিদ্যা নিকেতনের আচার্য শ্রী সুব্রত রায়, আচার্য শ্রীমতী রিম্পি দাস। বিদ্যা নিকেতনের ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণীর মোট ২৫ জন বিদ্যার্থী বর্গে প্রশিক্ষণ লাভ করে।



**GOVERNMENT OF ASSAM
OFFICE OF THE DISTRICT COMMISSIONER : SRIBHUMI
(OBSERVER CELL)**

03843-262345 (O) 264150 (FAX)
Email : dc-Sribhumi@assam.nic.in

No.KEL.1/Observer Cell/AssemblyElection2026/34, Dated, Sribhumi, the 19th March/2026.

NOTICE

It is for General information for all public of Sribhumi district that the General Observer Shri Vinod V.R, IAS for 125-Patharkandi & 126- Ram Krishna Nagar constituencies has arrived in Sribhumi district on 18-03-2026 and has camped at Police Guest House, Thana Road, Sribhumi. His local contact number is 9181515818. Shri Hanif Md. K. Alam, DPM. NHM, Sribhumi is the Protocol Officer to the Hon'ble Observer. The General Public who are interested to meet the Hon'ble Observer may make prior appointment over phone.

Sd/-

**Addl. District Commissioner
Officer I/C
Observer Cell, Sribhumi.**

Memo.No.KEL.1/Observer Cell/AssemblyElection2026/34A, Dated, Sribhumi the 19th March/2026



**GOVERNMENT OF ASSAM
OFFICE OF THE DISTRICT COMMISSIONER:SRIBHUMI
(OBSERVER CELL)**

03843-262345 (O) 264150 (FAX)
E-mail : dc-Sribhumi@assam.nic.in

No.KEL.1/Observer Cell/AssemblyElection2026/38, Dated, Sribhumi, the 19th March/2026.

PUBLIC NOTICE

In connection with the forthcoming Assembly Election 2026, it is hereby informed to the general public that the General Observer has arrived for LAC 123 & 124 to oversee the conduct of the election process and to address any election-related concerns.

Details are as follows:

- Name of General Observer: Smt. Kiran Kumari Pasi, IAS
- Location of Availability: Circuit House, Sribhumi
- Meeting Hours: 2:00 PM to 4:00 PM (Daily)
- Contact Number: 9181848429
- Email ID: gelasribhumi2026@gmail.com
- Name of the Protocol Officer: L. Prakash Singha, DPC, NHM
- Contact No. of the Protocol Officer: 8011886757

Members of the public, political parties, and other stakeholders may meet the General Observer during the above-mentioned hours to submit representations, grievances, or any information related to the election process.

This is issued in the interest of transparency and to ensure free and fair elections.

Sd/-

**Addl. District Commissioner
Officer I/C
Observer Cell, Sribhumi.**

Memo.No.KEL.1/Observer Cell/Assembly Election 2026/38-A, Dated, Sribhumi, the 19th March/2026.



**GOVERNMENT OF ASSAM
OFFICE OF THE DISTRICT COMMISSIONER:SRIBHUMI
(OBSERVER CELL)**

03843-262345 (O) 264150 (FAX)
E-mail : dc-Sribhumi@assam.nic.in

No.KEL.1/Observer Cell/AssemblyElection2026/42, Dated, Sribhumi, the 20th March/2026.

NOTICE

It is for General information for all public of Sribhumi district that the Expenditure Observer Shri Gorase Prasad Dattatraya, IRS for 125-Patharkandi & 126 — Ram Krishna Nagar constituencies has arrived in Sribhumi district on 17-03-2026 and has camped at Circuit House, Sribhumi. His local contact number is 6003784867 and email id is: prasad.gorase@gov.in. Shri Dandeswar Boro, JDO is the Protocol Officer to the Hon'ble Observer. The General Public who are interested to meet the Hon'ble Observer may meet him during 2:00 PM to 4:00 PM (daily) hours.

Sd/-

**Addl. District Commissioner
Officer I/C
Observer Cell, Sribhumi.**

Memo.No.KEL.1/Observer Cell/Assembly Election2026/42A, Dated, Sribhumi, the 20th March/2026.



**GOVERNMENT OF ASSAM
OFFICE OF THE DISTRICT COMMISSIONER:SRIBHUMI
(OBSERVER CELL)**

03843-262345 (O) 264150 (FAX)
E-mail : dc.Sribhumi@assam.nic.in

No.KEL.1/Observer Cell/AssemblyElection2026/43, Dated, Sribhumi, the 20th March/2026.

NOTICE

It is for General information for all public of Sribhumi district that the Expenditure Observer Shri Rahul Panjabrao, IRS for 123-North Karimganj & 124-South Karimganj constituencies has arrived in Sribhumi district on 17-03-2026 and has camped at Circuit House, Sribhumi. His local contact number is 8638027346 and email id is: rahul.gawande@gov.in. Shri Nitu Ch Das, DFE is the Protocol Officer to the Hon'ble Observer. The General Public who are interested to meet the Hon'ble Observer may meet him during 10:40 AM to 11:30 AM (daily) hours.

Sd/-

**Addl. District Commissioner
Officer I/C
Observer Cell, Sribhumi.**

Memo.No.KEL.1/Observer Cell/Assembly Election2026/43A, Dated, Sribhumi, the 20th March/2026.



**GOVERNMENT OF ASSAM
OFFICE OF THE DISTRICT COMMISSIONER:SRIBHUMI
(OBSERVER CELL)**

No.KEL.1/Observer Cell/AssemblyElection2026/36, Dated, Sribhumi, the 19th March/2026.

NOTICE

It is for General information for all public of Sribhumi district that the Police Observer Sri Charan Singh Meena, IPS for 123- Sribhumi North, 124- Sribhumi South, 125- Patharkandi & 126- Ram Krishna Nagar constituencies have arrived in Sribhumi district on 18-03-2026 and has camped at Police Guest House, Thana Road, Sribhumi. His local contact number is 9678625440, Sri Sumit Roy, District Epidemiologist, NHM, Sribhumi is the Protocol Officer to the Hon'ble Observer. The General Public who are interested to meet the Hon' ble Observer may make prior appointment over phone.

Sd/-

**Addl. District Commissioner
& Officer I/C
Observer Cell, Sribhumi.**



শিলচৰ : ৰাজ্যে এবাৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছেৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনে লাভাৰ জন্য প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা যথেষ্টই চমকপ্ৰদ রয়েছে এবং ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ সুস্মিতা দেব এব্যাপাৰে ৰাজ্যব্যাপী দলীয় প্ৰাৰ্থীদেৰ জয়ী কৰতে মাৰ্চে ।